প্রথম আলো

তারিখ 20 APR 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো
সোমবার, ২০ এপ্রিল ২০০৯
editorial@prothom-alo.info

১২

প্রচেষ্টার ১০ বছর

কওমি মাদ্রাসাশিক্ষা ও সরকার

আলেমদের সঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মতৈক্য

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নেতাদের বৈঠকের মধ্য দিয়ে আলেম-ওলামার সঙ্গে সরকার একধরনের সমঝোতায় উপনীত হয়েছে। আগে একটি ভুল ধারণা ছিল যে সরকার বুঝি কওমি মাদ্রাসাশিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চায় না, আর অন্যদিকে কওমি মাদ্রাসাগুলোও বোধহয় কোনো রকম নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আসতে চায় না। কিন্তু শনিবারের আলোচনায় কওমি মাদ্রাসাশিক্ষার সনদের স্বীকৃতি ও পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন বিষয়ে আলেম-ওলামাকে নিয়ে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তে এটা পরিষ্কার যে সরকার চায় মাদ্রাসাশিক্ষা যুগোপযোগী হোক। আলেমসমাজও এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা নিতে রাজি। ঢাকাভিত্তিক কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়া (বেফাক) পূর্বঘোষিত আজকের মহাসমাবেশের কর্মসূচি স্থগিত করায় এটা পরিষ্কার যে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন। এটা এ সময়কালের একটি বড় অর্জন।

এ দেশে কওমি মাদ্রাসার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। দেশি-বিদেশি অবস্থাপন্ন লোকজনের আর্থিক সহায়তায় মূলত গরিবদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য এসব মাদ্রাসা গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ লাখ। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই লাখ লাখ শিক্ষার্থীর কিন্তু দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ কম। তাই এই শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক কর্মমুখী শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যক্রম যুক্ত হলে গরিব শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। তারা মাদ্রাসাশিক্ষা লাভের পর চাকরির সুযোগ পাবে। এ জন্য সরকারের সহযোগিতা দরকার। এর অর্থ যে মাদ্রাসাশিক্ষায় সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ নয় সে ব্যাপারে বিদ্যমান সন্দেহ নিরসনের প্রয়োজন ছিল, এবং সেটা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আলেমসমাজকে নিয়েই কমিশন গঠিত হবে, তাঁরাই যুগোপযোগীকরণের জন্য কী কী করা দরকার তা ঠিক করবেন।

কোনো দেশেই বিচ্ছিন্নভাবে কোনো শিক্ষার ধারা চলতে পারে না। কওমি মাদ্রাসাও একটি আধুনিক শিক্ষার ধারায় সম্পৃক্ত হোক, সেখানেও আলেমসমাজের অনুমোদিত অভিন্ন নিয়মনীতি অনুসৃত হোক, এটা সবারই কাম্য। এভাবে কওমি মাদ্রাসা দেশের মূল শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলে এবং তাদের সনদ সরকারি স্বীকৃতি লাভ করলে এই শিক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

কিছু মাদ্রাসাকে জঙ্গি তৎপরতা পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে, এর সংখ্যা খুব কম। সুতরাং জঙ্গি তৎপরতার দায় ঢালাওভাবে সব কওমি মাদ্রাসার ওপর চাপানো ঠিক নয়। এ ব্যাপারে দেশের প্রতিটি দায়িত্বশীল নাগরিক ও বিশেষভাবে সরকারি মহলকে সচেতন থাকতে হবে। অন্যদিকে আলেম-ওলামাসমাজকেও সচেতন থাকতে হবে, যেন ধর্মের নামে উগ্রতা সৃষ্টি ও জঙ্গি তৎপরতার জন্য কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মহল কওমি মাদ্রাসাকে ব্যবহার করতে না পারে। কারণ জঙ্গিবাদী সহিংসতা শান্তির ধর্ম ইসলাম অনুমোদন করে না।